বিশেষ ক্রোড়পত্র

বৃহস্পতিবার ০৪ জুলাই ২০১৩

রাষ্ট্রপতি
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ
ঢাকা।

২০ আষাঢ়,১৪২০
০৪ জুলাই, ২০১৩

বাণী

মহান মুক্তিযুদ্ধে অসামান্য অবদান ও দেশের আইন-শৃঙ্খলা রক্ষায় অগ্রণী ভূমিকা পালনকারী বাংলাদেশ পুলিশের নবগঠিত ইউনিট স্পেশাল সিকিউরিটি এন্ড প্রটেকশন ব্যাটালিয়ন (এসপিবিএন) এর নবযাত্রায় আমি আনন্দিত।

বাংলাদেশ সরকারের ২০২১ সালের রূপকল্প বাস্তবায়নকে সামনে রেখে বাংলাদেশ পুলিশ বাহিনীকে আধুনিক ও যুগোপযোগী করে গড়ে তোলার সব রকম প্রচেষ্টাকে আমি সাধুবাদ জানাই। রাষ্ট্রের অতি গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিবর্গ তথা ভিভিআইপিগণের নিরাপত্তা প্রদানের লক্ষ্যে এসপিবিএন এর মত একটি প্রযুক্তি নির্ভর ও দক্ষ পুলিশ ইউনিট গঠন বর্তমান সরকারের একটি যুগান্তকারী পদক্ষেপ। দেশের রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী এবং সরকার কর্তৃক ঘোষিত অন্যান্য ভিভিআইপিগণের নিরাপত্তা প্রদানে ইতোমধ্যে বাংলাদেশ পুলিশ বিশেষ সুনাম অর্জন করেছে। আমি আশা করি নবগঠিত এ বাহিনী ভিভিআইপিগণের নিরাপত্তা প্রদানে সর্বোচ্চ আন্তরিকতা ও দক্ষতার সাথে দায়িত্ব পালনে সচেষ্ট থাকবে। দেশের স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব ও গণতন্ত্র সুরক্ষায় বাংলাদেশ পুলিশের অন্যান্য ইউনিটের মত এই ইউনিটের পুলিশ সদস্যরাও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালনে সক্ষম হবে-এ আমার প্রত্যাশা।

আমি এই নবগঠিত পুলিশ ইউনিট এসপিবিএন এর সার্বিক সাফল্য কামনা করি।

খোদা হাফেজ, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

মোঃ আবদুল হামিদ

মন্ত্রী
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

বাংলাদেশ পুলিশের গৌরবময় সাফল্যের আরেকটি যুগান্তকারী পদক্ষেপ স্পেশাল সিকিউরিটি এন্ড প্রটেকশন ব্যাটালিয়ন (এসপিবিএন) গঠন। ভিভিআইপিগণের নিরাপত্তা প্রদানে অঙ্গীকারবদ্ধ এ বাহিনীর নবযাত্রায় আমি আনন্দিত।

মহান মুক্তিযুদ্ধসহ বাংলাদেশের জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ ও সংকটময় মূহুর্তে বাংলাদেশ পুলিশের ভূমিকা অত্যন্ত সাহসী ও প্রশংসনীয়। বর্তমান সরকারের একুশ শতকের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা ও ভিশন বাস্তবায়নে বাংলাদেশ পুলিশ বাহিনীও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে। এরই ধারাবাহিকতায় নতুন এ পুলিশ ইউনিট একজন উপ-মহা পুলিশ পরিদর্শকের অধীনে দুইজন পুলিশ সুপারের নেতৃত্বে দুইটি ব্যাটালিয়নে বিভক্ত হয়ে যাত্রা শুরু করেছে। দৃঢ়চেতা ও নিষ্ঠাবান পুলিশ সদস্যের সমন্বয়ে গঠিত এ বাহিনী ইতোমধ্যে এসএসএফ এবং পিজিআরের পাশাপাশি মহামান্য রাষ্ট্রপতি, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এবং বিভিন্ন দেশ থেকে আগত ভিভিআইপিগণের নিরাপত্তা প্রদানে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে চলছে। বাংলাদেশ পুলিশের অন্যান্য ইউনিটের মত এ ইউনিটের পুলিশ সদস্যরাও সর্বদা তাদের উপর অর্পিত যে কোন দায়িত্ব পালনে অঙ্গীকারাবদ্ধ বলে আমি বিশ্বাস করি।

আমি নবসৃষ্ট ইউনিট স্পেশাল সিকিউরিটি এন্ড প্রটেকশন ব্যাটালিয়ন (এসপিবিএন) এর সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু।

(ড.মহীউদ্দীন খান আলমগীর)

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
সিনিয়র সচিব
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়

বাণী

বাংলাদেশ পুলিশের নতুন ইউনিট স্পেশাল সিকিউরিটি এন্ড প্রটেকশন ব্যাটালিয়ন (এসপিবিএন) এর আনুষ্ঠানিক যাত্রা শুরুর সংবাদে আমি আনন্দিত।

বাংলাদেশ পুলিশ বাহিনীকে সর্বোচ্চ পেশাদারিত্বের সাথে তাদের বহুমুখী দায়িত্ব পালনে সক্ষম করার লক্ষ্যে সরকার কর্তৃক সুর্নিদিষ্ট দায়িত্বসম্পন্ন নতুন নতুন ইউনিট প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। নবগঠিত এসপিবিএন আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাসহ গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিবর্গের নিরাপত্তা বিধানে তাদের উপর অর্পিত দায়িত্ব দক্ষতার সাথে পালন করে একটি চৌকস ইউনিট হিসাবে নিজেদেরকে গড়ে তুলে সমগ্র পুলিশ বাহিনীর ভাবমূর্তি উজ্জ্বল করতে সক্ষম হবে বলে আমি আশা করি।

আমি স্পেশাল সিটিউরিটি এন্ড প্রটেকশন ব্যাটালিয়নের এ নবযাত্রার সর্বাঙ্গীন সাফল্য কামনা করছি।

নব প্রত্যয়ে নব যাত্রায় - স্পেশাল সিকিউরিটি এন্ড প্রটেকশন ব্যাটালিয়ন

বিশ্বাস আফজাল হোসেন
ডিআইজি
স্পেশাল সিকিউরিটি এন্ড প্রটেকশন ব্যাটালিয়ন

স্বাধীনতার প্রথম প্রহরে ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চের কালরাতে রাজারবাগ পুলিশ লাইনেই সূচিত হয়েছিল প্রথম সশস্ত্র প্রতিরোধ। অকুতোভয় পুলিশ সদস্যরা সেদিন দেশমাতৃকার সেবায় অকাতরে আত্মোৎসর্গ করেছিলেন। আজকের এই দিনে আমি গভীর শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করছি সেই সব বীর পুলিশ সদস্যদের। মানবাধিকার সুরক্ষা এবং আইনের শাসন প্রতিষ্ঠায় পুলিশ অতি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। অভ্যন্তরীণ আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা, জননিরাপত্তা বিধানের সাথে সাথে রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিদের নিরাপত্তা প্রদানের মাধ্যমে পুলিশ বাহিনী পেশাদারিত্ব বজায় রাখতে সর্বদা তৎপর রয়েছে।

পুলিশ এ্যাক্ট ১৮৬১ এর মাধ্যমে এই উপমহাদেশে আইরিশ কনস্টবুলারি পদ্ধতিতে আধুনিক পুলিশিং এর সূচনা হয়। পরবর্তী সময়ে পাকিস্তান আমলের পুলিশিং ব্যবস্থা এবং স্বাধীন বাংলাদেশের দীর্ঘ সময়ের নানা চড়াই-উতরাই পেরিয়ে আজকের এই অবস্থায় এসেছে পুলিশ। তবে সময়ের প্রয়োজনে ও বাস্তবতার নিরিখে পুলিশ বাহিনীর পরিবর্তন, পরিবর্ধন আজও হচ্ছে, যারই ধারাবাহিক বাস্তবতা স্পেশাল সিকিউরিটি এন্ড প্রটেকশন ব্যাটালিয়ন।

অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও গণতান্ত্রিক সমাজ বিনির্মানে প্রয়োজন আইনের শাসন। আর আইনের শাসন প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে পুলিশের ভূমিকা অনস্বীকার্য। আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা তথা ভিভিআইপি নিরাপত্তা ও সুরক্ষাসহ সকল ক্ষেত্রেই পুলিশ তার গৌরবোজ্জ্বল ভূমিকা পালন করে আসছে। বিশ্বব্যাপী ভিভিআইপিদের নিরাপত্তা একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও স্পর্শকাতর বিষয়। সে বিবেচনায় বাংলাদেশের ভিভিআইপিগণের নিশ্ছিদ্র নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করার লক্ষ্যে পুলিশের একটি বিশেষ ইউনিট প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়। এরই ধারাবাহিকতায় বর্তমান সরকার বিশেষ করে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সদয় নির্দেশনায় ও অনুমোদনক্রমে গঠিত হয় পুলিশের এই বিশেষ ইউনিট-স্পেশাল সিকিউরিটি এন্ড প্রটেকশন ব্যাটালিয়ন সংক্ষেপে এসপিবিএন। ভিভিআইপিগণের নিরাপত্তার জন্য স্পেশাল সিকিউরিটি ফোর্স (এসএসএফ) এবং প্রেসিডেন্ট গার্ড রেজিমেন্ট (পিজিআর) এর সাথে বাংলাদেশ পুলিশও উল্লেখযোগ্য দায়িত্ব পালন করে থাকে। কিন্তু এ সকল গুরুদায়িত্ব পালনের জন্য পুলিশের কোন বিশেষায়িত ইউনিট ছিল না। এ ছাড়াও ক্ষেত্রবিশেষে কতিপয় গোষ্ঠি/শ্রেণির ধ্বংসাত্মক ও অসহিষ্ণু আচরণে আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতির পাশাপাশি ভিভিআইপিদের নিরাপত্তা বিঘ্নিত হওয়ার সাময়িক সম্ভবনার সৃষ্টি হয়। তাই এই সকল গুরুদায়িত্ব পালন এবং ভিভিআইপিগণের নিরাপত্তা আরো জোরদার করার জন্য পুলিশের চৌকস অফিসারদের সমন্বয়ে একটি যুগোপযোগী এবং গতিশীল বাহিনী গড়ে তোলার লক্ষ্যেই স্পেশাল সিকিউরিটি এন্ড প্রটেকশন ব্যাটালিয়ন গঠিত হয়েছে।

স্পেশাল সিকিউরিটি এন্ড প্রটেকশন ব্যাটালিয়ন (এসপিবিএন) এর আওতায় ডিআইজি কার্যালয় ব্যতীত দুইটি ব্যাটালিয়নে ০২ জন পুলিশ সুপার, ২৪ জন অতিরিক্ত পুলিশ সুপার, ৩০ জন এএসপি, ৬৪ জন ইন্সপেক্টর, ২০৮ জন এসআই, ২০ জন সার্জেন্ট, ২৪৬ জন এএসআই, ১০৬ জন নায়েক, ৬৩০ জন কনস্টেবল, ০২ জন মেডিকেল অফিসার, ০২ ইন্সপেক্টর (ধর্ম শিক্ষক), ০২ জন হিসাবরক্ষক, ০২ জন ক্যাশিয়ার ও অন্যান্য ৬২ জন সহযোগী সদস্যসহ মোট ১৪০০ জনবল এর এই বাহিনীকে অনুমোদন দেওয়া হয়। এর মধ্যে বর্তমানে ০১ জন ডিআইজি'র নেতৃত্বে ০২ জন পুলিশ সুপার, ২২ জন অতিরিক্ত পুলিশ সুপার, ১৬ জন সহকারী পুলিশ সুপার, ইন্সপেক্টর ৬০, এসআই ১৪৪, এএসআই ২০৭, নায়েক ১১,কনস্টেবল ১৪৫ ও অন্যান্য জনবলসহ মোট ৬৩৮ জন কর্মকতা/কর্মচারী কর্মরত আছেন।

সূচারুরূপে দায়িত্ব সম্পন্ন করার নিমিত্তে এসপিবিএন এর সাংগঠনিক কাঠামো গঠন করা হয়েছে। সাংগঠনিক কাঠামোতে নিম্নোক্ত উইং সমূহ রয়েছেঃ

(ক) ফাইন্যান্স এন্ড লজিস্টিকস।
(খ) এ্যাডমিনিস্ট্রেশন।
(গ) ট্রেনিং।
(ঘ) কুইক রেসপন্স টিম।
(ঙ) স্লাইপিং এন্ড বোম্ব ডিসপোজাল।
(চ) টেকনিক্যাল।
(ছ) সুইপিং টিম।
(জ) ডগ স্কোয়াড।
(ঝ) হেভী আরমারড গ্রুপ।
(ঞ) প্লানিং এন্ড কো-অর্ডিনেশন।
(ট) ইন্টিলিজেন্স এন্ড সার্ভিলেন্স।
(ঠ) প্রটেকশন গ্রুপ।

ভিভিআইপিগণের নিরাপত্তা প্রদান অতীব স্পর্শকাতর ও গুরুত্বপূর্ণ কাজ। আর এ কাজটি সূচারুরূপে পালনের মহান ব্রতকে সামনে রেখে আমরা আমাদের এ ইউনিটকে চৌকস ও প্রযুক্তিগত বিষয়ে সার্বিক জ্ঞান প্রদানের মাধ্যমে গড়ে তোলার প্রয়াস চালাচ্ছি। গত ০১/১০/২০১২ খ্রিঃ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী, ড. মহীউদ্দীন খান আলমগীর, এমপি, মহোদয়ের উদ্বোধনের মধ্যে দিয়ে এই ইউনিটের ১১ জন অতিরিক্ত পুলিশ সুপার, ৮ জন সহকারী পুলিশ সুপারসহ মোট ১২৫ জন কর্মকর্তার ৬ সপ্তাহ মেয়াদী প্রশিক্ষণ সমাপ্ত হয়েছে। পরবর্তী সময়ে এএসআই ও কনস্টেবলদের আরও ০২টি ব্যাচে মোট ২৫০ জন সদস্যের ৪ সপ্তাহ মেয়াদী প্রশিক্ষণ সমাপ্ত হয়েছে। এ প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের মধ্যে সাঁতার, আন-আর্মড কমব্যাট, এমবুস/এন্টি-এমবুস, ফায়ারিং, স্লাইপিং, সুইপিং, সার্চ, গোয়েন্দা তথ্য সংগ্রহসহ বিভিন্ন বিষয় অর্ন্তভুক্ত ছিল। স্পেশাল সিকিউরিটি এন্ড প্রটেকশন ব্যাটালিয়নের অফিসারদের শারীরিক ও মানসিক সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্যই এই প্রশিক্ষণ কার্যক্রমটি পরিচালিত হয়েছে। নানা প্রতিকূলতা থাকা সত্ত্বেও অত্র ইউনিটের অফিসারগণ অক্লান্ত পরিশ্রম করে প্রশিক্ষণ সম্পন্ন করেছে।

মহামান্য রাষ্ট্রপতি, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীসহ দেশী/বিদেশী অতি গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিবর্গের নিরাপত্তার বিষয়টিকে প্রাধান্য দিয়ে আধুনিক যন্ত্রপাতি, অস্ত্র-শস্ত্র এবং যানবাহন প্রাপ্তির লক্ষ্যে একটি টিওএন্ডই ও প্রয়োজনীয় জমি বরাদ্দের প্রস্তাব স্বরাষ্ট্র মন্ত্রনালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। পরিবর্তিত বিশ্ব পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটে বাস্তবসম্মত ও কার্যকর নিরাপত্তা ব্যবস্থা গড়ে তোলার লক্ষ্যে এসএসএফ, পিজিআর এবং অন্যান্য সংস্থার সাথে সমন্বয় করতঃ আগামী দিনে স্পেশাল সিকিউরিটি এন্ড প্রটেকশন ব্যাটালিয়ন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

বর্তমান সরকার পুলিশ বাহিনীর প্রভূত উন্নয়নসাধন করেছে এবং করে যাচ্ছে। আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর একান্ত ইচ্ছায় পুলিশের এই নতুন ইউনিটটি গঠিত হয়েছে। এ জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে জানাচ্ছি অশেষ ধন্যবাদ। প্রতিষ্ঠার পর থেকে নানা প্রতিকূলতা ও সীমাবদ্ধতার মাঝেও এই ইউনিটের সদস্যগণ প্রতিনিয়ত অক্লান্ত পরিশ্রম করে এই ইউনিটকে একটি সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠা করার জন্য কাজ করে যাচ্ছে। বর্তমানে আর্মড পুলিশ ব্যাটালিয়ন হেডকোয়ার্টার্সে সীমিত আকারে এসপিবিএন'র প্রশাসনিক কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে। এখনও ফোর্সদের আবাসন ব্যবস্থার কোন স্থায়ী সুরাহা হয়নি। অপারেশনাল কার্যক্রম পরিচালনা করার জন্য যানবাহনের ব্যাপক সংকট রয়েছে। জরুরী ভিত্তিতে উক্ত সমস্যাগুলোর সমাধান হলে অত্র ইউনিট সূচারুরূপে তাদের উপর অর্পিত দায়িত্ব পালনে সক্ষম হবে। ভবিষ্যতে এর কর্মকান্ড আরো বেশী সম্প্রসারিত হবে এবং দেশ ও জাতির কল্যাণে ভূমিকা রাখার ক্ষেত্রে এই ব্যাটালিয়নের প্রতি সকলের সমর্থন অব্যাহত থাকবে এই প্রত্যাশা আমাদের সকলের। পেশাদারিত্ব ও দক্ষতার সাথে দায়িত্ব পালন করে অচিরেই এই ব্যাটালিয়ন বাংলাদেশের সকল জনগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সক্ষম হবে এই আমাদের অঙ্গীকার।

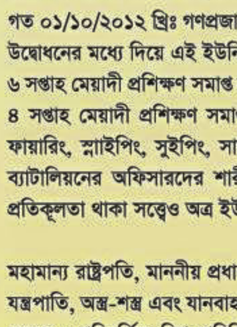

এ্যাডিশনাল ইন্সপেক্টর জেনারেল
এপিবিএন হেডকোয়ার্টার্স
বাংলাদেশ পুলিশ, ঢাকা।

বাণী

বাংলাদেশ পুলিশের একটি নতুন বিশেষায়িত ইউনিট **"স্পেশাল সিকিউরিটি এন্ড প্রটেকশন ব্যাটালিয়ন"** (এপিবিএন) এর যাত্রা শুরু হতে যাচ্ছে। আজ বাংলাদেশ পুলিশের জন্য একটি গৌরবোজ্জ্বল দিনও বটে। এ উপলক্ষে আমি এ বাহিনীর প্রতিটি সদস্যকে জানাচ্ছি আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা ও প্রাণ ঢালা অভিনন্দন।

দেশের আর্থ-সামাজিক ও বর্তমান রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে মহামান্য রাষ্ট্রপতি, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীসহ দেশী-বিদেশী ভিভিআইপিদের দৈহিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও ঝুঁকিপূর্ণ কর্তব্য। এ প্রেক্ষিতে বর্তমান সরকার বিশেষ করে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সদয় নির্দেশনায় গঠিত হয়েছে পুলিশের এ বিশেষায়িত ব্যাটালিয়ন। এ ব্যাটালিয়ন সৃজনে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ও সংশ্লিষ্ট সকলকে জানাই আমার আন্তরিক ধন্যবাদ ও শ্রদ্ধ কৃতজ্ঞতা।

বাংলাদেশ পুলিশের সদস্য জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনসহ রাষ্ট্রীয় গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনা, আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর সমূহের নিরাপত্তা, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বাসভবন, বিদেশী মিশন ও কূটনৈতিক এলাকা, বাংলাদেশ সচিবালয়, অপরাধ দমন ও আইন শৃংঙ্খলা রক্ষার্থে পেশাদারিত্বের সঙ্গে দায়িত্ব পালন করে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে ইতোমধ্যে যথেষ্ট সুনাম অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে। এর ফলে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে বাংলাদেশ ও বাংলাদেশ পুলিশের ভাবমূর্তি ও সুনাম উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। আমি আশা করি নবগঠিত এ "স্পেশাল সিকিউরিটি এন্ড প্রটেকশন ব্যাটালিয়ন" এর গর্বিত সদস্যরা পেশাগত দক্ষতার সাথে তাদের উপর অর্পিত দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করে বাংলাদেশ পুলিশের ভাবমূর্তি অক্ষুন্ন রেখে আরও উজ্জ্বল করতে সক্ষম হবে।

পরিশেষে আমি এ নবগঠিত স্পেশাল সিকিউরিটি এন্ড প্রটেকশন ব্যাটালিয়নের সার্বিক সফলতা কামনা করছি।

শেখ হিমায়েত হোসেন, পিপিএম

প্রধানমন্ত্রী
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

২০ আষাঢ় ১৪২০
০৪ জুলাই ২০১৩

বাণী

বাংলাদেশ পুলিশের নবগঠিত ইউনিট স্পেশাল সিকিউরিটি এন্ড প্রটেকশন ব্যাটালিয়ন (এসপিবিএন) এর আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন উপলক্ষে আমি এসপিবিএনসহ বাংলাদেশ পুলিশের সকল সদস্যকে আন্তরিক অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জানাই।

বাংলাদেশ পুলিশ দেশের শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষা ও অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা বিধানের পাশাপাশি রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিবর্গের নিরাপত্তা প্রদানে প্রশংসনীয় ভূমিকা পালন করে চলেছে। রূপকল্প ২০২১ বাস্তবায়ন ও একবিংশ শতাব্দীর চ্যালেঞ্জ মোকাবেলার জন্য একটি যুগোপযোগী, পেশাদার, জনবান্ধব পুলিশ বাহিনী গড়ে তুলতে বর্তমান সরকার এ খাতে ব্যাপক কর্মসূচি বাস্তবায়ন করেছে। এরই ধারাবাহিকতায় এ নবসৃষ্ট পুলিশ ইউনিট গঠন করা হয়।

দেশের মহামান্য রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী ও সরকার ঘোষিত অতি গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিদের নিরাপত্তা বিধানের গুরুদায়িত্ব নিয়ে এ ইউনিট যাত্রা শুরু করল। আমি আশা করি, স্পেশাল সিকিউরিটি এন্ড প্রটেকশন ব্যাটালিয়নের প্রতিটি সদস্য আত্মশক্তিতে বলীয়ান এবং দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনে নিবেদিতপ্রাণ হবে। অন্যান্য বাহিনীর সাথে সমন্বয় সাধনের মাধ্যমে সেবা, প্রযুক্তি ও কৌশলগত পরিকল্পনার সংমিশ্রণ ঘটিয়ে ভিভিআইপিগণের নিরাপত্তা বিধানে কার্যকর ভূমিকা রাখবে।

আমি স্পেশাল সিকিউরিটি এন্ড প্রটেকশন ব্যাটালিয়নের উত্তরোত্তর সাফল্য কামনা করি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

শেখ হাসিনা

প্রতিমন্ত্রী
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

বাংলাদেশ পুলিশের নতুন ইউনিট স্পেশাল সিকিউরিটি এন্ড প্রটেকশন ব্যাটালিয়ন (এসপিবিএন) এর নবযাত্রার সংবাদ শুনে আমি অত্যন্ত আনন্দিত।

মুক্তিযুদ্ধের চেতনা সমৃদ্ধ বর্তমান গণতান্ত্রিক সরকারের পরিকল্পনা বাস্তবায়নে বাংলাদেশ পুলিশের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আইন-শৃঙ্খলা নিয়ন্ত্রণসহ জনগণের জানমালের নিরাপত্তা বিধানে পুলিশ বাহিনী নিরলস পরিশ্রম করে যাচ্ছে। পুলিশের ভাবমূর্তি আগের যে কোন সময়ের চেয়ে স্বমহিমায় উজ্জ্বল। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ঐকান্তিক ইচ্ছা ও দিক নির্দেশনায় ইতোমধ্যে পুলিশের বিভিন্ন নতুন ইউনিট গঠিত হয়েছে। স্পেশাল সিকিউরিটি এন্ড প্রটেকশন ব্যাটালিয়ন তারই ধারাবাহিকতায় নবউদ্যমে নতুন পথযাত্রা শুরু করেছে। মহামান্য রাষ্ট্রপতি, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এবং ঘোষিত ভিভিআইপিগণের নিরাপত্তায় অঙ্গীকারাবদ্ধ এ বাহিনীর নতুন পথচলা সুন্দর ও সার্থক হোক।

আমি স্পেশাল সিকিউরিটি এন্ড প্রটেকশন ব্যাটালিয়নের নবযাত্রায় সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

(এ্যাডভোকেট শামসুল হক টুকু)

ইন্সপেক্টর জেনারেল
বাংলাদেশ পুলিশ
পুলিশ হেডকোয়ার্টার্স, ঢাকা।

বাণী

বাংলাদেশ পুলিশের আর্মড পুলিশ ব্যাটালিয়নের অধীনে স্পেশাল সিকিউরিটি এন্ড প্রটেকশন ব্যাটালিয়ন (এসপিবিএন) এর শুভযাত্রা উপলক্ষে আমি এ ব্যাটালিয়নের সকল সদস্যকে জানাই অকৃত্রিম শুভেচ্ছা ও আন্তরিক অভিনন্দন।

বাংলাদেশ পুলিশ দীর্ঘ দিন ধরে অন্যান্য নিরাপত্তা সংস্থার সাথে মহামান্য রাষ্ট্রপতি, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এবং বিদেশ হতে আগত রাষ্ট্র ও সরকার প্রধানসহ সরকার ঘোষিত অন্যান্য ভিভিআইপিগণের নিরাপত্তার দায়িত্ব পালন করে আসছে। এক্ষেত্রে পুলিশ তার প্রচলিত দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি প্রয়োজন অনুসারে ভিভিআইপিগণের নিরাপত্তা দিয়ে আসছে। কিন্তু বিশেষায়নের এ যুগে ভিভিআইপিগণের নিরাপত্তার একান্ত দায়িত্ব নিবিড়ভাবে পালনের জন্য পুলিশের একটি বিশেষায়িত ব্যাটালিয়ন গঠনের প্রয়োজনীয়তা বহু দিন ধরে অনুভূত হচ্ছে। এ প্রেক্ষাপটেই আর্মড পুলিশ ব্যাটালিয়নের অধীনে গঠিত হয়েছে স্পেশাল সিকিউরিটি এন্ড প্রটেকশন ব্যাটালিয়ন।

জাতির জনক বঙ্গবন্ধু পুলিশকে একটি জনমুখী ও সেবাধর্মী প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে তোলার অগ্রযাত্রা সূচিত করেছিলেন। বর্তমান সরকারও পুলিশের জনবল বাড়ানো, নতুন নতুন ইউনিট গঠন এবং সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধিসহ অন্যান্য ইতিবাচক উদ্যোগ গ্রহণের মাধ্যমে সে যাত্রাকে আরো বেগবান করেছে। এসপিবিএন গঠন সে উদ্যোগেরই নবতর সংযোজন। পুলিশের উন্নয়নে বর্তমান সরকার গৃহীত বিভিন্ন পদক্ষেপের সুফল ইতোমধ্যে জনগণ পেতে শুরু করেছেন। আগামী দিনগুলোতে সততা, আন্তরিকতা, দক্ষতা ও পেশাদারিত্বের সাথে দায়িত্ব পালনের মাধ্যমে এ বিশেষ বাহিনীর সদস্যগণ আপন মহিমায় উদ্ভাসিত হয়ে উঠবেন-এ আমার দৃঢ় বিশ্বাস।

আমি স্পেশাল সিকিউরিটি এন্ড প্রটেকশন ব্যাটালিয়নের সার্বিক সফলতা কামনা করি।

(হাসান মাহমুদ খন্দকার বিপিএম, পিপিএম, এনডিসি)